জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৵১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, ব[illegible]
প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পা[illegible]
প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি
ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং
৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা
বড়বাজার।

২০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১২ই পৌষ বুধবার ১৩৪০ ইংরাজী 27th December 1933 | ২৯শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও
নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৩৯ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি, এস, ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এল, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস-এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী, আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৵০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১২ই পৌষ বুধবার সন ১৩৪০ সাল।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে চুরি।

কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বর মন্দির হইতে প্রায় ১ লক্ষ টাকার মণিমুক্তা প্রভৃতি অলঙ্কার চুরি যায়। উক্ত চুরি সম্পর্কে আলিপুরের গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ এ পর্য্যন্ত ৭ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। যে তিন জন চুরি করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, তদ্ব্যতীত যাহাদের নিকট ঐ সব অলঙ্কার রাখা হয় এমন আরও ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হীরক নির্ম্মিত যে সব অলঙ্কার তাহা ভিন্ন অন্যান্য স্বর্ণ ও মুক্তার প্রায় সমস্ত অলঙ্কারই উদ্ধার করা হইয়াছে। এখনও তদন্ত চলিতেছে।

পায়রা উড়ার প্রতিযোগিতা।

গত ১০ই ডিসেম্বর রবিবার ক্যালকাটা হোমিং পিজয়ন ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক পায়রা উড়ার প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। কয়েকটী পায়রাকে হাজারীবাগ রোডে লইয়া গিয়া ১০ই ডিসেম্বর সকাল ৭টা ২২ মিনিটের সময় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত এ, এন, দাসের এম্বাসাডার নামক পায়রা বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটের সময় পৌঁছাইয়া সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করে। শ্রীযুক্ত দাসের পায়রা সর্ব্বপ্রথমে পৌঁছানর জন্য তিনি ঐ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্ব।

"এডেন হইতে বহিষ্কার" শীর্ষক একটী ভাস্কর্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত কামাৎ নামে কলাবিভাগের জনৈক ভারতীয় ছাত্র লণ্ডন রয়েল একাডেমির স্বর্ণ পদক পাইয়াছেন।

ত্রিপুরারাজের পুত্রলাভ।

সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজের কলিকাতা বালিগঞ্জস্থিত প্রাসাদে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই উপলক্ষে ত্রিপুরা ষ্টেটের সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান যাহাতে ৪ দিন বন্ধ রাখা হয়, এই মর্ম্মে এক সরকারী হুকুম জারী করা হইয়াছে।

ভারতের শুভ কামনায় সম্রাট।

গত ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাটের নিকট হইতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের নিকট এই মর্ম্মে এক তার প্রেরিত হয়—"দেশীয় রাজন্যবর্গ ও ভারতবাসিগণের পক্ষ হইতে আমি খ্রীষ্ট-পর্ব্ব ও নববর্ষের জন্য আপনাকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।" সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জও ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে এই মর্ম্মে এক তার বড়লাটের নিকট প্রেরণ করেন,—"ভারতবাসী ও দেশীয় রাজন্যবর্গের পক্ষ হইতে আপনার শুভেচ্ছাপূর্ণ সংবাদ পাইয়া আমি আনন্দিত হইলাম। ধন্যবাদের সহিত তাঁহাদিগকে জানাইবেন যে, নববর্ষে আমার ভারত-সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হউক ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

মন্দিরের বৃহৎ ঘণ্টা।

জামসেদপুরের টাটা লৌহ ও শিল্প কোম্পানীর জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে, জে, ঘাণ্ডে ধানকেনাল ষ্টেটের একটা মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষকে সাত মণ ওজনের একটা ঘণ্টা উপহার দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহাই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘণ্টা।

হাসপাতালের জন্য দান।

পরলোকগত জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ দে বেঙ্গল মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন ও হাসপাতালের জন্য তাঁহার বেলেঘাটা, শুড়া তৃতীয় লেনস্থ প্রায় ১০,০০০, টাকা মূল্যের দুইখানি বাড়ী দান করিয়াছেন। তিনি উক্ত গৃহসংলগ্ন সুবিস্তৃত ভূমিও দান করিয়াছেন।

স্বামীর বিরুদ্ধে কুৎসিত অভিযোগ।

২৪ পরগণা-বেহালার সাবিত্রী দাসীর অভিযোগক্রমে আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্টর শ্রীযুক্ত এস, কে, সেন সাবিত্রীর স্বামী যোগেন্দ্রনাথ দাস ও তাহার ভ্রাতৃবধূ উষার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিয়াছেন। এই পরোয়ানা অনুযায়ী গ্রেপ্তারের পর আসামীদিগকে জামিন দেওয়া হইবে না। বালিকা সাবিত্রীর উক্তিতে প্রকাশ,—পাঁচ দিন পূর্ব্বে উষা তাহাকে পারদ মিশ্রিত ভাত খাইতে দিয়াছিল। তৎকালে তাহার স্বামীও উপস্থিত ছিল। বালিকা ঐ ভাত এক মুঠার অধিক খাইতে পারে নাই। উহা খাইবার পর তাহার মুখ পুড়িয়া যাইতেছিল। ইহার পরে তাহার স্বামী তাহার তলপেটে লাথি মারে এবং উষা তাহাকে লাঠি দিয়া মারপিঠ করে। বালিকাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আসামীর উদ্দেশ্য ছিল। বালিকা অভিযোগ করে, আসামীদের দুইজনের মধ্যে প্রণয় সম্বন্ধ ছিল। ডাক্তার বালিকাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছে যে, খাদ্যের সহিত তাহাকে পারদ দেওয়া হইয়াছিল।

ভিক্ষা করার অধিকার নীলাম।

সিংহলের নেগোম্বো নামক স্থানে এক অদ্ভুত নীলাম হইয়া গিয়াছে। এক পঙ্গু ভিক্ষুক তাহার ভিক্ষা করিবার অধিকার নীলামে বিক্রয় করিয়াছে। ভিক্ষুকটী একটী গাছের নীচে ছায়ায় শুইয়াছিল; আর ক্রেতারা নীলামে দর হাঁকিতেছিল; সাড়ে তিন টাকার বেশী দর ওঠে নাই; সুতরাং ভিক্ষুক সাড়ে তিন টাকায় তাহার ভিক্ষাধিকার বিক্রয় করে। বিক্রয় হইয়া গেলে ক্রেতা একখানি গাড়ী আনে এবং ভিক্ষুকটীকে গাড়ীতে বসাইয়া ভিক্ষায় বাহির হয়। এখন হইতে ভিক্ষালব্ধ অর্থে পঙ্গু ভিক্ষুকের কোনও অধিকার থাকিবে না, ক্রেতাই তাহাকে দেখাইয়া ফিরিয়া ভিক্ষা করিবে।

বাঙ্গালাদেশে চিনি।

বাঙ্গালাদেশে ইক্ষু, খর্জ্জুর ও তাল এই তিনটির রস হইতে চিনি তৈয়ারী হয়। ইহাদের মধ্যে তাল হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহার পরিমাণ নিতান্তই অল্প।

ইক্ষুর ইতিহাস।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে ইক্ষুর উল্লেখ দেখা যায়। অন্য কোন দেশের সাহিত্যে এই ফসলের কোন উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না। অতএব, সম্ভবতঃ উত্তর ভারতই ইহার আদি জন্মস্থান। ভারতবর্ষের লোকেরা স্মরণাতীত কাল হইতে ইক্ষু কি তাহা জানে. কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহে ৬২৭ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইক্ষুর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে পারস্যের অন্তর্গত দাস্তাগের্দ্দ অধিকৃত হয় এবং কনষ্টাণ্টিনোপলের অধিবাসিগণ যে সব জিনিস লুট করিয়া লইয়া যায়, তাহার মধ্যে চিনি অন্যতম। ইহাও লিখিত আছে যে, সম্রাট তাই সুংএর রাজত্বকালে (৬২৭ খৃষ্টাব্দ) ইক্ষুর চাষ ও চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিবার জন্য চীনের সরকার বিহারে লোক পাঠাইয়াছিলেন।

মুসলমান লেখকদিগের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রায় ৭০৩ খৃষ্টাব্দে আরবরা সিসিলিতে ইক্ষুর চাষ প্রবর্ত্তন করে এবং তথা হইতে ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষতঃ স্পেনে বিস্তারলাভ করে। অতএব আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভারতেই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রে চিনির (শর্করার) উল্লেখ আছে। ইহা "পঞ্চামৃতের" অন্যতম। মুসলমান লেখকদিগের রচনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালার অন্তর্গত বর্দ্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া গোরক্ষপুর এবং অযোধ্যা পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র গুড় হইতে প্রথম শ্রেণীর সাদা চিনি প্রস্তুত হইত।

খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভূমধ্য সাগরের পার্শ্ববর্ত্তী সকল দেশে ইক্ষুর চাষ বিস্তারলাভ করে এবং এই সকল স্থান হইতেই য়ুরোপে এবং আফ্রিকায় ইক্ষুর চিনি সরবরাহ করা হইত। খৃষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বার্ণিয়ার স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় প্রভূত পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা হইতে গোলকুণ্ডায় ও কর্ণাটে চিনি রপ্তানী হয়—সেই দুই রাজ্যে অতি সামান্য পরিমাণ চিনি প্রস্তুত করা হয়। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা হইতে মোখার পথে আরবে, বসরার পথে ইরাকে এবং বন্দর আব্বাসের পথে পারস্যেও চিনি রপ্তানী হয়।

এ কথাও কতকটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কলম্বাসের দ্বিতীয় জলযাত্রার সময়ে আমেরিকায় প্রথম ইক্ষুর চাষ প্রবর্ত্তন হয় এবং ব্রেজিলে এখন যে ইক্ষু কেবল চিবাইয়া রস খাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা বাঙ্গালায় যে ইক্ষুকে "পুরী" বলা হইত সেই শ্রেণীর। পরে স্পেন, পোর্ত্তুগাল ও হল্যাণ্ড দেশীয় লোক আমেরিকার বহু স্থানে ইক্ষুর চাষ করিতে আরম্ভ করিলে এত শীঘ্র এবং এত বেশী পরিমাণ চিনি প্রস্তুত হইতে থাকে যে, ইহা সর্ব্বসাধারণের খাদ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পূর্ব্বে চিনির দাম অত্যন্ত অধিক ছিল এবং ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত বা ধনী লোকরা বিলাসদ্রব্যরূপে ইহা ব্যবহার করিতেন। ঐ সমস্ত দেশে অনেক উর্ব্বর ভূমি ছিল এবং ঐ সকল স্থানের জলবায়ুও ইক্ষুর চাষের উপযোগী। তদুপরি কাফ্রি জাতীয় ক্রীতদাসদিগকে অল্প মজুরীতে খাটান যাইত। এই সকল কারণেই এত অধিক চিনি উৎপাদন সম্ভব হয়। ক্রমশঃ

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৪।

৪৫৬ মনি ডিঃ গৌরচন্দ্র দত্ত দেং সত্যেন্দ্রপ্রসাদ ধর দিং পক্ষে অলি মাতা প্রফুল্লকুমারী দাসী দাবি ১১২০।৵০ পং গনকর মৌজে বাসুদেবপুর ২৪-১৩ শতকের কাত ৩৮৲ আঃ ১০০৲ ২নং লাট পং ঐ মৌজে সুজাপুর ১০-৬৮ শতকের কাত ২৫৩ আঃ ১০০৲ ৩নং লাট পং ঐ মৌজে বাসুদেবপুর ৩-৬৪ শতকের কাত ২।৵৪ আঃ ১০০৲

নোটীশ।

গঙ্গাসাগর উপলক্ষে গঙ্গাসাগর যাত্রীগণকে উপদেশ দেওয়া যায় তাঁহারা যেন নিকটস্থ সরকারী ডাক্তারখানা অথবা স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের অফিস হইতে কলেরা প্রতিশেধক ইন্‌জেক্‌শন লইয়া যান। ইন্‌জেক্‌শনের সার্টিফিকেট লইতে ভুলিবেন না।

স্বাক্ষর পি, সি, রায়,
ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার,
মুর্শিদাবাদ।

কর্ম্মখালি।

রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য জনৈক উচ্চ গুরুট্রেণিং পাশ শিক্ষক আবশ্যক। বেতন মাসিক ১৫৲ টাকা। সার্টিফিকেটসহ সেক্রেটারীর নিকট সত্বর আবেদন করিতে হইবে।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়,
সেক্রেটারী।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

জঙ্গিপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী ১৯৩৪।

আগামী ১৯৩৪ সালের ২৮শে জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত চারি দিবস জঙ্গিপুর ম্যাকেঞ্জি পার্কে জঙ্গিপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইবে। সকল প্রকার কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের জন্য ষ্টল দেওয়া হইবে, কোন ষ্টলভাড়া দিতে হইবে না। এই সঙ্গে একটী মেলা হইবে, মেলায় নানাপ্রকার গান বাজনা আমোদ প্রমোদ হইবে। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে মহিলাদের দেখিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। গত বৎসর আশাতীত লোক সমাগম হওয়ায় এবং দূর দর্শকগণের সুবিধার জন্য সকল প্রকার সুব্যবস্থা করা হইবে। ষ্টল গ্রহণকারিগণের সর্ব্ববিধ সুবিধার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে।

রায় জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর, সভাপতি
শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার, শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, সেক্রেটারী।
জঙ্গিপুর কৃষি ও শিল্পী প্রদর্শনী কমিটী।

হোমিও ঔষধ! হোমিও ঔষধ!!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵০ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ)
প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

উপসহিত কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।
মূল্য প্রতি কৌটা পাঁচ পয়সা।

ছাদের জন্য
লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

কলোনিয়াল কুইনাইন কোম্পানীর
"সি, কিউ, সি" কুইনাইন ট্যাবলেট

ভারতের একমাত্র দেশীয় কুইনাইন প্রস্তুতের কারখানা।
কাঁচা মাল, পরিশ্রম, মূলধন সমস্তই ভারতের নিজস্ব। বিস্তারিত বিবরণ ও দরের জন্য পত্র লিখুন।

সোল ডিষ্ট্রীবিউটার—বসাক ফ্যাক্টরী 3নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য
সংরক্ষণের অভিনব
প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্মতর আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্ম জনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেন:—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

ইহার অমোঘ শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

৫৬ বৎসরের পরীক্ষিত লক্ষ লক্ষ ম্যালেরিয়া
প্রপীড়িত রোগীর দ্বারা ব্যবহৃত।

অমৃতাদি কষায়

ম্যালেরিয়া জ্বর, বিষমজ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, প্লীহা-যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, পালাজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

অমৃতাদি কষায়—কুইনাইন সদৃশ শক্তিশালী জ্বরঘ্ন এবং বলকারক গাছগাছড়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত, সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য।

অমৃতাদি কষায়—ব্যবহারে জ্বর অবিলম্বে বিরাম প্রাপ্ত হয় এবং ইহা জ্বরের পুনরাক্রমণে বাধা প্রদান করে।

অমৃতাদি কষায়—যকৃতের উপর ক্রিয়া করে, পিত্ত নিঃসারিত করে; কোষ্ঠ পরিস্কার করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করে; বর্দ্ধিত প্লীহা এবং যকৃতের আকার হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় পুনরানয়ন করে; রক্ত পরিষ্কার করিয়া রোগীকে শক্তিশালী করে।

অমৃতাদি কষায়—ম্যালেরিয়া জ্বরের যাবতীয় বিষ সমূলে বিনষ্ট করিয়া শরীর হইতে বহির্গত করিয়া দেয় এবং রোগীকে অতি সত্বর সুস্থ, সবল এবং কান্তিযুক্ত করে।

মূল্য প্রতি শিশি একপোয়া ১৲—অর্দ্ধপোয়া ॥০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কসের

ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

নূতন জ্বর ১ দিনে পুরাতন জ্বর ৩ দিনে আরোগ্য হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—চাঁদমার্কা পাঁচনের জাল ধরা পড়ায় উহার প্রতিকারার্থে শিশির প্যাকিংএর কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র সাদা কাগজে নিয়মাবলী দেওয়া হইত। এখন প্রত্যেক শিশির গায়ে হলুদবর্ণের কাগজে পাঁচন প্রস্তুতের বিবরণ ছবি ও ব্যবহারবিধি এবং আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট, রেডিয়াম স্নো প্রভৃতির বিবরণ ছাপাইয়া পুস্তিকাকারে দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণ এখন হইতে বর্ত্তমান প্যাকিং দেখিয়া মাল গ্রহণ করিলে নিরাপদ হইবেন ও খাঁটি জিনিষ পাইবেন।

সোল এজেণ্ট ঃ—

বসাক ফ্যাক্টরী

৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

১। অমৃতার্ণব অবলেহ ঃ—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় ও বর্দ্ধিত হয়। দেহকে বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অতিরিক্ত উত্তাপ হ্রাস করে এবং স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কামশাস্ত্র" পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইবেন।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৮২৭ সালে আবিষ্কৃত

ধবল বা শ্বেতি (শ্বেতকুষ্ঠ)

রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহার করিয়া অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কেহই নিষ্ফল হয় নাই। যে অঙ্গে যত দিনেরই রোগ হউক সপ্তাহে লাল হইয়া ক্রমে নির্দ্দোষ স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না। ঔষধে কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত পদার্থ নাই। মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২৷৹ টাকা।

বসু এণ্ড সন্স

১০।১এ, বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

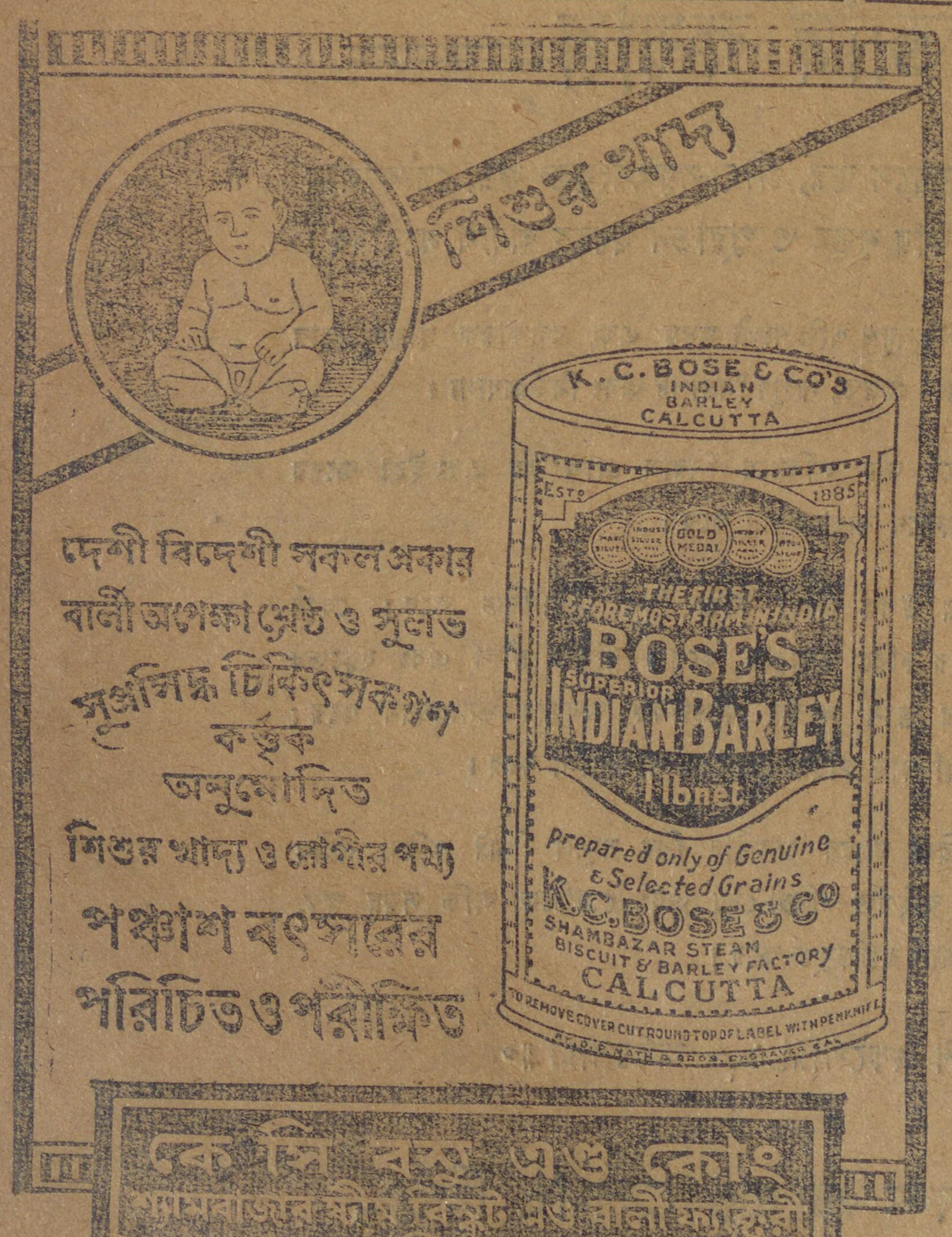

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৶৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

— জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কণ্টিক

বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।
মূল্য প্রতি ড্রাম ।৹ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, বাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তঃশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ॥৶৹ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১॥৹ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

এজেণ্টস্—

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

কলিকাতা

সন ১৩৪০ সালের ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।